কালীগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের প্রায় ২০০ গ্রাহকের গায়েবী বিল

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারইপাড়া এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকদের গায়েবী বিল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার জুলাই মাসের বিল করতে গেলে গ্রামবাসীরা মিটার রিডার রঞ্জন কুমার কে প্রায় তিনঘন্টা আটকে রাখে। পরে কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম ইকবাল আহমেদ ঘটনাস্থলে গিয়ে মিটার রিডারকে উদ্ধার করেন।

সোমবার সকালে উপজেলার বারইপাড়া এলাকায় মিটারের রিডিং লিখতে গেলে তাকে আটকে রাখে স্থানীয়রা। এসময় মিটার রিডার রঞ্জন কুমার বিদ্যুৎ বিলের গড়মিলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, মিটার থেকে একরকম লিখে নিয়ে গেছে কিন্তু বিল এসেছে বেশি ইউনিটের। বারইপাড়া এলাকার ২০২ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে এমন গায়েবী বিল করা হয়েছে।

বারইপাড়া এলাকার জসিম উদ্দিন জানান, জুন মাসে মিটার রিডিং থেকে ৪৪৭৫ ইউনিট লিখে নিয়ে যায় মিটার রিডার রঞ্জন কুমার। কিন্তু বিলে ৪৫১৫ ইউনিট উল্লেখ করা হয়। এই ৪০ ইউনিট বেশি করে বিলের কাগজ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০২ জন গ্রাহকের সবারই এমন হয়েছে।
বারইপাড়া জামে মসজিদের সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন জানান, মসজিদের মিটার থেকে ৬৩০ ইউনিট লিখে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিল আসে ৬৫০ ইউনিটের। এভাবে অনেক মানুষের বেশি টাকা গুনতে হয়েছে।

মিটার রিডার রঞ্জন কুমার জানান, তিনি তার রেজিষ্ট্রারে মিটারের ইউনিট লিখে নিয়ে বিল প্রস্তুতকারীর কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু বিলে কেন বেশি করা হলো সেটি তিনি জানেন না।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিল প্রস্তুতকারী শাহানাজ খাতুন ভূল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে জানান, মিটার রিডার রঞ্জন কুমার জুন মাসে মিটার রিড করতে যায়নি। তিনি নিজের ইচ্ছামত বিল করে দিয়েছেন।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মোঃ কামরুজ্জামান জানান, একটু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামবাসীরা অফিসে এসেছিল। বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে।

শৈলকুপায় সামাজিক বিরোধকে কেন্দ্র করে আওয়ামী কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা-আটক ৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এক আওয়ামী কর্মী কে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা। রোববার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে উপজেলার সিমান্ত বাজার এলাকায়।এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু ও দামুকদিয়া গ্রামের বকুল হোসেনের সমর্থকদের মাঝে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। শনিবার বিকেলে উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়।
এ নিয়ে রোববার সন্ধ্যায় শৈলকুপা থানায় একটি শালিসী বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেখানে প্রতিপক্ষরা হাজির না হওয়ায় সেখান থেকে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিল মন্নুর সমর্থক দামুকদিয়া গ্রামের রাশিদুল ইসলাম উকিল মৃধা। গ্রামে যাবার আগে সিমান্ত বাজার এলাকায় পৌঁছালে পুর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায়।
সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাশিদুল ইসলাম, উকিল মৃধাকে মৃত ঘোষণা করে। নিহত ব্যক্তি একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেন মৃধার ছেলে। নিহত উকিল মৃধার ভাই ইমদাদুল হোসেন জানান আমার ভাইকে প্রতিপক্ষ একই গ্রামের বকুল হোসেন নিজে তার সমর্থক দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এব্যাপারে শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গির আলম জানান, এখনও থানায় মামলা দায়ের হয়নি তবে ৪ জনকে ঘটনার সাথে জড়িত সন্ধেহে আটক করা হয়েছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাতেই ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইদ আনোয়ার ও সহকারি পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম ঘটনাস্থলে ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন সহ অবস্থান করছিলেন।

কোটচাঁদপুর সার ডিলার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনায় আক্রান্ত মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত ও অক্সিজেনের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে কোটচাঁদপুর বি.সি.আই,সি সার ডিলার ব্যববসায়ীদের উদ্যোগে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মানবতার দেয়ালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদের নিকট ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, মহামারীর এই সংকটে ‘‘আপনার যা প্রয়োজন নেই, তা রেখে যান,আপনার যা প্রয়োজন তা নিয়ে যান” এই শ্লোগান নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মানবতার দেয়াল স্থাপন করা হয়। করোনায় আক্রান্ত আইসোলেশনে চিকিৎসা সেবা নেওয়া মুমূর্ষ রোগীদের অক্সিজেনের প্রয়োজন মেটাতে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। এই সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যেগে অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে যে মানবিক সহায়তা করা হচ্ছে, মহামারী করোনা চিকিৎসা সেবায় তা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বি.সি.আই.সি সার ডিলার ব্যবসায়ী মোঃ শাহাজান আলী, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার মোঃ হুমায়ন কবির, পৌর আ.লীগ নেতা ও সার ব্যবসায়ী কাজী আলমগীর, ব্যবসায়ী ইনারুল ইসলাম, রাহাজন আলী, নওশের আলী, এ.বি.এম গিয়াস উদ্দীন, কিতাবুল হক ও শিবলু সরকার প্রমূখ।

ঝিনাইদহে লকডাউন চলছে ঢিলেঢালা, খুলছে দোকান-পাট, নেই স্বাস্থ্যবিধি

ঝিনাইদহে কঠোর লকডাউনের ৩য় দিনে চলছে ঢিলেঢালা ভাবে। সড়ক মহাসড়কে বাস বন্ধ থাকলেও ইজিবাইক, মাহেন্দ্র চলাচল করছে। গাদা- গাদি করে বহন করা হচ্ছে যাত্রী।

রোববার সকালে শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাজার, ভাটই বাজারসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে বসানো হয়েছে হাট-বাজার। চলছে কেনা-বেচা। সেখানে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্য বিধি। অনেকেই মাস্ক ছাড়া চলাচল করছেন। খোলা হচ্ছে হোটেল, রেস্তোরা, চায়ের দোকান, পোশাকের দোকান।

ভাটই হাটে আসা রাসেল হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, লকডাউন দিয়েছে তো কি করব ভাই। সকালে মানুষ হাটে পেঁয়াজ আনছে। পেয়াজ আনছে তাই কিনছি। একটু ভীড় হচ্চে কিছু তো করার নেই।

চা দোকানী হাসান আলী বলেন, ভাই পেটের দায়ে দোকান খুলিছি। লকডাউন চললেও কিছু করার নেই। ছবি তুলে আমার আবার বিপদে ফেলেন না। দোকান না খুললি চলব কি করে। মাস্ক পরেন নি কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, কত সময় মাস্ক পরে থাকবো। দোকান চালাচ্ছি তাই খুলে রাখছি। আবার পরবনে।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলা শহরের পোস্ট অফিস মোড়, মুজিব চত্বর, আরাপপুর বাসস্ট্যান্ডসহ কয়েকটি স্থানে পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। শহরে চলাচলকারীদের থামিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। বিনা কারণে বাইরে বের হলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা বলেন, লকডাউন কার্যকরে জেলা শহরসহ ৬ টি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। গত দুই দিনে জেলায় ৮৬ টি মামলায় ৪৩ হাজার ৭’শ ৫০ টাকা জরিমারা করা হয়েছে। তাছাড়া লকডাউনে জরুরী প্রয়োজনে যারা বাইরে বের হচ্ছেন তাদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ঝিনাইদহে বেড়েছে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা

ঝিনাইদহে আবারো বাড়তে শুরু করেছে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৬ জন। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২৮৯জন।
সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, শনিবার সকাল ৮ টা থেকে রোববার সকাল ৮ টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে করোনায় ২ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় আসা ৭’শ ১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২’শ ৭৯ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ৩৮ দশমিক ৯১ ভাগ। আক্রান্তদের মধ্যে সব থেকে আক্রান্তের সংখ্যা সদর উপজেলায় ১৫৪ জন। এছাড়াও শৈলকুপায় ১৫ জন, হরিণাকুন্ডুতে ১৮ জন, কালীগঞ্জ উপজেলায় ৪৯ জন, কোটচাঁদপুরে ৩৫ জনও মহেশপুরে আক্রান্ত হয়েছে ৮ জন। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৭ হাজার ১’শ ৫ জনে।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশিদ জানান, হঠাৎ করেই ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে রোগীর চাপ বেড়েছে। গত ২ দিন হাসপাতালে রোগী ভর্তি বেশি হচ্ছে। গত ২৩ জুলাই হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিল ৮৭ জন। সেখানে বর্তমানে রোগী ভর্তি রয়েছে ১০৬ জন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঝিনাইদহ ১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই ২০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেছেন। রবিবার বেলা ১২টায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা ডা: রাশেদ

আল মামুনের হাতে এসব সরঞ্জাম তুুলে দেওয়া হয় । ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন ও ম্যাক্স গ্রুপের পক্ষ থেকে ৪০ লিটারের ১০ টি ও ১০ লিটারের ১০ টি সিলিন্ডার এমপি আব্দুল হাইয়ের নিকট প্রদান করা হয়। তার পক্ষে এ সব সরঞ্জাম তুলে দেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, যুগ্ন আহ্বায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামিম হোসেন মোল্লা,, উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শামিমার রশিদ জোয়ার্দার, ছাত্রলীগের সভাপতি দিনার বিশ্বাস,স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি জুয়েল পারভেজ কর্নেল সাবেক উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা নাসরিন লিপি, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন সম্পাদক আবুজর গিফারী গাফ্ফার, মানবাধিকার কর্মি জুলফিকার শাহিন টিটু সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এমপি আব্দুল হাই। ডাঃ রাশেদ আল মামুন বলেন,করোনার এই মহামারীর সময় সমাজের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিত্তবানরা এভাবে এগিয়ে আসলে জীবন বাঁচবে অনেক মুমূর্ষ রোগীর তাই সমাজের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিত্তবানদের প্রতি কঠিন সময়ে শৈলকুপার মানুষের পাশে দাড়িয়ে সহযোগীতার হাত বাড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানান ।

শামীম হোসেন মোল্লার তত্ত্বাবধানে আইইবি -ম্যাক্স গ্রুপের সহায়তায় করোনাকালীন সময়ে এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো যতবার প্রযয়োজন হবে বিনা খরচে রিফিল করে পুনরায় সরবরাহ করা হবে এবং প্রয়োজনে সিলিন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

শৈলকুপায় গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ, স্বামী ও শশুড়-শাশুড়ী

পলাতক

ঈদে দাওয়াত না দেওয়াই প্রাণ গেল গৃহবধু সাথী(৩০) খাতুনের, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে স্বামী, শশুড়-শাশুড়ীর বিরুদ্ধে। বর্তমান তারা পলাতক রয়েছে। ঝিনাইদহের শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়নের নাদপাড়া গ্রামে রবিবার রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে একই ইউনিয়নের ভাটবাড়িয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে।

বিয়ে হয় নাদপাড়া গ্রামের বারিক আলীর ছেলে মোঃ ফজলুর সাথে। সাথীর বাবা নজরুল ইসলাম বলেন, অভাবের সংসারে এবারের ঈদে কোরবানী দিতে পারেনি বলে জামাই ফজলুকে দাওয়াত দেইনি এর পর থেকে জামাই ও তার বাবা –মাকে কেন দাওয়াত দেওয়া হয়নি এই বলে আমার মেয়েকে অত্যাচার শুরু করে ও ঝড়গা-বিবাদে লিপ্ত হয়, একপর্যায়ে তাকে হত্যা করে বারান্দার বাটামের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। আমার মেয়ের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন আছে।

রবিবার সকাল ৭টার দিকে গ্রামের লোকজন আমাদের সংবাদ দিলে আমরা আমার মেয়েকে তার শশুড় বাড়িতে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। সাথীর মেয়ে শারমিন(১২) বলেন,কয়েকদিন ধরেই আমার মায়ের সাথে আমার বাবা, দাদা দাদীর ঝড়গা চলছিল ◌্এরই জেরে তারা আমার মাকে মেরে ফেলেছে। অন্যদিকে গৃহবধুর স্বামী শশুড়- শাশুড়ী পলাতক থাকায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে প্রতিবেশীরা জানান, মেয়েটাকে প্রায়ই তার শশুড় –শাশুড়ী নির্যাতন করতো।

তাদের পুরা পরিবারই মাদকাসক্ত।সুরতহালকারী কর্মকর্তা রেজাউল ইসলাম বলেন, মৃত গৃহবধূর শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক দাগ পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত শেষে সবকিছু বলা যাবে। বর্তমান লাশ ঝিনাইদহের সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে র্যাবের অভিযানে ৭শ

পিচ ইয়াবাসহ ১ জন অটক

৭শ পিচ ইয়াবাসহ ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাদড়া গ্রাম থেকে ১জন কে আটক করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।
গত ২৩ জুলাই রাত ১১টার দিকে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানাধীন বড় ভাদড়া বাজার এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি ঘটনার সত্যতা যাচাই ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সেখানে যায় এবং বড় ভাদড়া বাজারের পাশে ভোলার মোড়ে রিয়াজ উদ্দিন ফার্মেসির সামনে অভিযান পরিচালনা করে। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে ইয়াবা বহনকারী সৈয়দ শফিকুল ইসলাম রনী (৪০) কে হাতে নাতে আটক করে। রনি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার শাহাপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নান এর ছেলে। এ সময় উপস্থিত জনতার সামনে গ্রেফতারকৃত আসামী রনী’র নিকট হতে ৭শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।
র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার জানান র্যাব প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, খুনী, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী, মানব পাচারকারী, প্রতারকচক্র গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার এবং মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনগনের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছে। এই অভিযান তারই একটি অংশ।
প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গ্রেফতারকৃত আসামীকে জব্দকৃত মালামালসহ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

শৈলকুপায় পানিতে ডুবে শিশুর

মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সিয়াম(১০) নামে এক শিশুর মৃত্যৃ হয়েছে । শনিবার দুপুরে উপজেলার বড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে । নিহত সিয়াম বড়িয়া গ্রামের হাসান আলির ছেলে ।
প্রত্যক্ষদর্শিরা জানায়, দুপুরে পরিবারে সদস্যদের অগোচরে বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে নামে শিশু সিয়াম । খোঁজাখুজির একপর্যায়ে পুকুরে সিয়ামের লাশ ভাসতে দেখে । পরে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা স¦◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে । এব্যাপারে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গির হোসেন জানান,পানিতেডুবে সিয়াম নামের একটি শিশু মারা গেছে ।

শৈলকুপায় পৌর আইন লঙ্ঘন করে সরকারী কর্মকর্তার বহুতল ভবন নির্মাণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পৌর প্লান ও আইন লঙ্ঘন করে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। প্রাপ্ত অভিযোগে জানা যায়, ঝিনাইদহের শৈলকূপা পৌরসভার ৮ নম্বর কবিরপূর ওয়ার্ডের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসি প্রদীপ সরকার ১২৪নং কবিরপূর মৌজার ২৫০ নম্বর (সাবেক ৩৮) দাগে ৩ তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ী পৌর প্লান পাস করে নির্মাণ করেন।

সেখানে তার জমি রয়েছে ১৪ শতক। কিন্তু ঐ জমির পশ্চিম পাশের বাসিন্দা গোপাল সাহা ও তার পুত্র অরূপ সাহা বাড়ি-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন রকম পৌর আইনের তোয়াক্কা না করে বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। এমনকি তাহারা পৌর আমিন দিয়ে জমি পর্যন্ত মাপঝোক করেনি। ভবনটি তিনতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে এবং বর্তমানে আরো কাজ চলছে।পৌর আইন অনুসারে জায়গা রেখে বাড়ী নির্মাণ করার কথা, যার কিছুই এখানে মানা হয়নি। পাশের ভবনের সাথে লাগিয়ে নিজেদের ইচ্ছামাফিক ভবন তৈরী করে চলেছেন।

বিধি অনুসারে ভবনের ৩পাশে ৩ফুট ও রাস্তার সম্মুখ ৫ফুট করে জায়গা রাখার কথা। কিন্তু চুল পরিমান জায়গা ফাঁকা রাখা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।এলাকার বাসিন্দারা জানায় ভবন এলাকায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা বা আগুন ধরে গেলে কোন ধরণের উদ্ধার তৎপরতা বা সেবামূলক কাজ সম্ভব নয়।

নির্মাণাধীন বাড়ীর নকশাও পৌরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলে লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে। শৈলকুপা পৌর কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগকারী প্রবাসী প্রদীপ সরকার জানান, বিদেশে অবস্থান করার সুযোগ নিয়ে এবং করোনা মহামারীর ভিতরে তাদের জানতে বা বুঝতে না দিয়ে পৌর আইনের তোয়াক্কা করেনি তারা।

টাকার জোরে নিজেদের ইচ্ছা মত প্লান করে সুকৌশলে বেআইনিভাবে বাড়ী নির্মাণ করে চলেছে। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত জমির বিদ্যামান সীমানাও অতিক্রম করেছে।করোনা মহামারীর কারণে দেশে এসে কোনো আইনগত পদক্ষেপও (আদালত) এই মুহূর্তে নিতে পারছে না অভিযোগকারীা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌর আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণকারী অরুপ সাহা কাস্টমসে কর্মরত একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে খুলনার মংলা বন্দরে কর্মরত।

একজন সরকারী কর্মকর্তা ও সচেতন মানুষ হয়ে কিভাবে তিনি আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে এমনটি করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ঐ এলাকার বসতিরা।এ ব্যাপারে অরুপ সাহা লিখিত অভিযোগ ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, সেখানকার বসতি তার দুলাভাই বিপুল কুমার সাহা কে প্লান পাস ও ডিজাইনের জন্যে বলেছিলেন। তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে ভবন তৈরী করা হচ্ছে ।

এদিকে শৈলকুপা পৌরসভার ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট হাফিজুর রহমান জানান, এই ভবন নির্মাণ নিয়ে পৌরসভায় অভিযোগ আসার পর সরেজমিনে প্লান ছাড়া ভবন নির্মাণের সত্যতা পেয়ে কয়েকদফা কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু যখন থাকা হয় না বা সুযোগ বুঝে আবারো ঘরের সাথে ঘর লাগিয়ে ভবন তৈরী করছে। এ ব্যাপারে পৌরসভা বিধি অনুসারে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান তিনি।